অনুবিভাগ-২.৬: সমন্বয় ও নরডিক

২.৬ **কর্ম প্রক্রিয়া**

২.৬.১ সমন্বয় ও নরডিক অনুবিভাগ নরডিক দেশসমূহসহ জাতিসংঘের ২টি সংস্থা থেকে অনুদান, ঋণ মঞ্জুরি, খাদ্য সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য ও কারিগরি সহায়তা সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সকল গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহে সমন্বয় অধিশাখা হতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়। সুনির্দৃষ্টভাবে এ অনুবিভাগ সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, একনেক সভা, মন্ত্রিপরিষদ সভা, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির সভা, সচিব কমিটির সভা, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও হালনাগাদ করা, এবং প্রকল্পের বৈদেশিক অর্থায়ন অনুসন্ধানসহ আন্ত:ম্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সমন্বয় সংক্রান্ত সকল কাজ করে থাকে।

২.৬.২ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা তাদের প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পে বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করে। প্রস্তাবিত পিডিপিপির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত অনুমোদন প্রাপ্তির পর এ অনুবিভাগ হতে তা বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ইআরডির সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ/অধিশাখায় প্রেরণপূর্বক প্রস্তাবিত বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা বৈদেশিক অর্থ সহায়তা দিতে সম্মত হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে তা জানিয়ে দেয়া হয়। বৈদেশিক সহায়তায় পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনও এ অনুবিভাগ হতে সংকলন করে মাসিক সমন্বয় সভায় নিয়মিত উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

২.৭ **কর্মসম্পাদনঃ**

২.৭.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ থেকে বৈদেশিক অর্থায়ন/অনুদান সংগ্রহের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭৪টি পিডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪২টি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৩২টি অননুমোদিত পিডিপিপির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদন গ্রহণ করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২.৭.২ অনুবিভাগের তত্ত্বাবধানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত দুটি অর্ডিন্যান্স এর মধ্যে দি ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অর্ডিনেন্স, ১৯৭৬ রহিতক্রমে ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৫ নামে ইতোমধ্যে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া "আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৬" আইনটি "আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪" বাংলা ভাষায় প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ নতুনভাবে বাংলায় প্রণয়ন করা হলে পরবর্তীতে "আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৬" আইন বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা হবে।

২.৭.৩ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ও সরকারি অর্থায়নে এ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ কো-অর্ডিনেশন ও মনিটরিং কার্যাদি এ বিভাগের আওতাধীন। সমন্বয় অনুবিভাগ হতে বর্ণিত প্রশাসনিক কার্যাবলীর পাশাপাশি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP), আন্তর্জাতিক উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এবং নরডিক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় করা হয়।

২.৭.৩.২ **International Fund for Agricultural Development (IFAD):**

২.৭.৩.২.১ কৃষি উন্নয়নে সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে ১৯৭৭ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইফাদ অত্যন্ত সহজ শর্তে কৃষি উন্নয়নে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ঋণ ও অনুদান সহায়তা প্রদান করে। ৪০ বছর মেয়াদী ১০ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ০.৭৫% সার্ভিস চার্জে ইফাদ অত্যন্ত নমনীয় ঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া, বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কো-ফাইন্সার হিসেবেও ইফাদ ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের সহশ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (MDG) অর্জনে অভুতপূর্ব সাফল্যের পর ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে ইফাদ কার্যকর সহায়তা প্রদানে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ইফাদের কৌশলগত কাঠামো (Strategic Framework: Enabling Inclusive and Sustainable Rural Transformation) ২০১৬-২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে 'কান্ট্রি ষ্ট্রাটেজিক অপরচুনিটি প্রোগ্রাম' (COSOP) ২০১২-১৮-এর আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, ইফাদ সরকারের দীর্ঘ ও মধ্যে-মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রণিত কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে সাযুজ্যকরণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন এবং পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নে বিভিন্ন

ধরণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইফাদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহের উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে:

- পল্লী এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস
- পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ নারীর ক্ষমতায়ন
- দারিদ্রপীড়িত উপকূলবর্তী এলাকা, বিশেষত; হাওড়-চর এলাকায় জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন
- কৃষি উদ্যোক্তাদের সহায়তাসহ ভেলুচেইন উন্নয়ন
- টেকসই ও ফলপ্রসু কৃষি সম্প্রসারণ গবেষণা ও দক্ষতা উন্নয়ন
- প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কৃষিজ উৎপাদন বহুমূখীকরণ
- গ্রামীণ এলাকায় চলাচল বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ সহায়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা
- দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD)-এর সদর দফতর ইতালির রোমে গত ১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪০তম গভর্ণিং কাউন্সিল-এর সভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি এবং রোমে নিযুক্ত বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত আবদুস সোবহান সিকদার ও আর্থনেতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মিজ সুলতানা আফরোজ।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের নেতৃত্বে ০৬ (ছয়) সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বিগত ১৪১৫ ফেব্রুয়ারি- ২০১৭ তারিখে ইতালিস্থ রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর গভর্নিং কাউন্সিলের ৪০তম সভায় যোগদান করেন। ইফাদের ৪০তম গভর্নিং কাউন্সিলের সভার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: *"IFAD's Path To 2030"*। উক্ত অনুষ্ঠানে পেনেলিস্টদের মধ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত পেনেলিস্টগণ ইফাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জন, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও কৌশল নিয়ে কার্যকর পরামর্শ দেন।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে দারিদ্র দূরীকরণে অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম গ্রহণখাদ্য ঘাটতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে গত কয়েক যুগ , ধরে কোন একক সংস্থা অথবা একক কৌশল অবলম্বনে দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব হয়নি বিধায় নতুন সহযোগিতার দ্বার উন্মোচনসহ উন্নয়ন

সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, গবেষক ও সম্প্রসারণ কর্মী এবং বিশেষভাবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কৌশল নির্ধারণসহ খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য মূল্য নির্ধারণে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে তিনি আহবান জানান।

ইফাদ কর্তৃক ১ম চক্রে ২০১৩-১৫ অর্থবছরে এবং ২য় চক্রে ২০১৬-১৮ অর্থবছরে মোট ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং নূতন করে National Agricultural Technology Programme Phase-2 (NATP-II) শীর্ষক প্রকল্পের অনুকুলে গত ০৭ আগষ্ট ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ২৩.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২০১৫ হতে ২০২১ পর্যন্ত। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন এবং ইফাদের পক্ষে প্রেসিডেন্ট H.E. Kanayo F. Nwanze উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরুপ:

- কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ এবং কাযর্কর পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
- বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এ মহিলা কৃষকদের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি
- কৃষকদের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি, ইত্যাদি।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ইফাদ কর্তৃক ১৯৩.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৩টি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার উদ্দ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলি হলো: ১) Smallholder Agriculture Competitiveness Project (SACP) ২) ‘‘Promoting Resilience of Vulnerable through Access to Infrastructure, Improved skills and information (PROVATi) Project এবং ৩) Rural Infrastructure Livelihood Improvement Project (RILIP)। প্রকল্প ০৩টি কৃষি মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। প্রথম ০২টি প্রকল্পের লোন নেগেশিয়েশন আগামী নভেম্বর ২০১৭ মাসের প্রথম সপ্তাহে ইতালিস্থ রোমে অনুষ্ঠিত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

২.৭.৩.১ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (**WFP)**:

১৯৭৪ সাল থেকে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের জন্য খাদ্য সরবরাহ ও পুষ্টি বিষয়ে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচ (WFP) তাদের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ সংস্থার সহায়তায় গৃহীত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এই অনুবিভাগ এ সকল প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন করে থাকে। United Nations Development Agreements Framework (UNDAF) ২০১৭-২০ আওতাধীনে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিষয়ে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী লিড এজেন্সী হিসেবে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এপ্রিল ২০১৭ থেকে বাংলাদেশে কান্ট্র প্রোগ্রাম ২০১৭-২০২০চালু হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত ৪টি প্রধান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে :

ক) স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম এবং স্কুল ফিডিং নীতিমালা প্রনয়ণ শীর্ষক দুটি প্রকল্প প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়েল আওতায় বাস্তবায়নাধীন আছে। বাংলাদেশ সরকারের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সহায়ক হিসেবে দরিদ্রপ্রবণও দূর্গম এলাকার স্কুল সমূহে শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করে থাকে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি দেশের মোট ৪৩০০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ লক্ষ শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয়ে আসছে। এছাড়া পাইলট ভিত্তিক বিশ হাজার শিশুদের জন্য “মিড ডে মিল” বা রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের জন্য একটি যুগোপযোগী ‘স্কুল ফিডিং নীতিমালা’ প্রণয়নের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সফলভাবে কাজ করে চলেছে। নীতিমালা তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) এ বিভাগের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে।

খ) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতাও প্রস্তুতিতে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বন্যা ও সাইক্লোন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করতে সরকারী অবকাঠামো তৈরিতে সরকারের পাশাপাশি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় এবং দেশের দক্ষিণাংশের উপকূলে ৫০ হাজার হত দরিদ্র জনগন যার ৭০ ভাগই মহিলা। তাদের জন্য নগত অর্থ সহায়তা দিয়ে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো বসত ভিটা/কমিউনিটি প্লেস উচু করা, বাধ ও রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত, বন্যা ও সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ ও মেরামত প্রভৃতি।

গ) বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের শরনার্থী বিষয়ক সংস্থা ,UNHCR এবং বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় বিগত কয়েক বছর ধরে মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সরবরাহের কাজ করে চলেছে। মানবিক সহায়তা হিসেবে ৩৪০০০ , রেজিস্ট্রার্ড রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ই কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।এর মধ্য গর্ভবর্তী মহিলা ছোট শিশু ও স্কুলে যাওয়া শিশুদের অগ্রধিকার দেওয়া হয়েছে।একটি বিশেষ চুক্তির মাধ্যমেএ মানবিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে এবং সমন্বয় অনুবিভাগ এ কাজে সবসময় WFP সহায়তা করে আসছে।-

ঘঅতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আপদ কালীন প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা হিসেবে স.ামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় মহিলা ও শিশুদের জন্য জরুরী সাহায্য কার্যক্রম চলমান আছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে কমিউনিটি কর্মীদের সহায়তা দরিদ্র এলাকায় মা ও শিশুদের জন্য সম্পূরক খাবারনগদ সাহায্য সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া সহজে পুষ্টিলাভের / জন্য খাদ্যাভাসের পরিবর্তনে পরামর্শ দিয়ে থাকে। শিশুর জন্মের পর থেকে ১০০০ দিন বয়স পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই বয়সের পুষ্টি হীনতা ভবিষ্যতে সুস্বাস্থ্যও উৎপাদন শীলতার উপর প্রভাব ফেলে।

চাল বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য। এ কারণে চালে পুষ্টি উপাদান তথা ভিটামিন ও মিনারেলস্ মিশ্রণে সহায়তা মূলক 'Rice Fortification'প্রকল্পটি পুষ্টিস্তর উন্নয়নে একটি সফল প্রকল্প হিসেবে ভূমিকা রাখছে। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান কার্য গ্রহণের নিমিত্ত কারিগরী সহায়তা প্রদানের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও হতদরিদ্র জনগনের জন্য খাদ্য সরবরাহ এবং ভবিষ্যত পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে সক্ষম। আগামী ২০১৭-২০২০ মেয়াদে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির কান্ট্রি প্রোগ্রামে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি এর ২নং লক্ষ্য অর্থাৎ ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ বা "জিরো-হাঙ্গার "নীতি বাস্তবায়ন করা হবে। এই মেয়াদে বাংলাদেশের জন্য বিশ্ব খাদ্যকর্মসূচীর ২০১.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় প্রাক্কলন নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.৮ নরডিক দেশসমূহের কার্যক্রম

নরডিক দেশগুলো হতে প্রাপ্ত উন্নয়ন সহায়তা বিষয়ক কার্যাবলী নরডিক অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত হয়। নরডিক দেশগুলোর মধ্যে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড বাংলাদেশের প্রধান উন্নয়ন সহযোগী। এ সকল দেশের সমন্বয়ে গঠিত নরডিক ডেভেলপমেন্ট ফান্ডও (এনডিএফ) অর্থায়নকারী হিসেবে বাংলাদেশকে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। নরডিক অধিশাখার অধীনে বর্তমানে মোট ১৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

উক্ত সংস্থাদেশ/সমূহের মধ্যে ডেনমার্ক সরকার বাংলাদেশের কৃষি, পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ,জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি খাতে ঋণ/অনুদান সহায়তা প্রদান করে থাকে। ডেনমার্ক সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদতি চুক্তির আলোকে চলমান কার্যক্রমগুলো হলো:

- ডেনমার্ক সরকার বাংলাদেশের কৃষিখাতে কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে কৃষক মাঠ স্কুল সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে আসছে।
- সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪০ লক্ষ মহিলা ও পুরুষ কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হয়েছে।
- ডেনমার্ক সরকার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর Climate এর মাধ্যমে বৃহত্তর বরিশাল ও বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার-(এলজিইডি) Resilient Rural Infrastructureসম্প্রসারণে ৯০ এর-দশক থেকে সহায়তা দিয়ে আসছে। এর মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে এবং পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে।
- সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর পানি বিশুদ্ধকরণ করতঃ ডেনমার্ক সরকার ঢাকা মহানগরীতে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে UNDP এবং পার্বত্য জেলা কাউন্সিলের সহায়তায় ০৩ পার্বত্য জেলায় কৃষি প্রকল্পে সহায়তা দিয়ে আসছে।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ০৮ টি বিভাগীয় শহরের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলোতে ডেনমার্কের সহায়তায় One Stop Crisis Centreপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এইসব One Stop Crisis Centre-এর মাধ্যমে নির্যাতন ও সন্ত্রাসের শিকার মহিলাদেরকে শারীরিক, মানসিক ও আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়।
- এছাড়াও ডেনমার্ক সরকারের সহায়তায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সহায়তা দান করা হয়।
- ডেনমার্ক দূতাবাস ও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার যৌথ প্রচেষ্টায় ডেনমার্ক ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সহায়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত রয়েল ডেনমার্ক দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত Mikeael Hemniti Winther ইআরডি'র অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয় ও নরডিক) মিজ সুলতানা আফরোজের সাথে ঢাকা ওয়াসা পানির লাইন স্থাপন বিষয়ে আলোচনা করেন।

২.৮.১ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নরডিক - ডেনমার্ক স্বাক্ষরিত চুক্তির তালিকাঃ

- গত ১৮/০৪/২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত "Water Supply and Sanitation Sector Programme (WSSS) Phase-III" - শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এ বিভাগের সচিব এবং ডেনমার্ক সরকারের পক্ষে ডেনমার্ক দূতাবাসের মানাবর Mr. Mikael Hemniti Winther সংশোধিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
- গত ৩০/০৩/২০১৭ তারিখে "Energy Efficiency Engagement under the Climate Change Adaptation and Mitigation Project (CCAMP)" -শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মিজ সুলতানা আফরোজ এবং অনুবিভাগ প্রধান (সমন্বয় ও নরডিক) এবং ডেনমার্ক সরকারের পক্ষে Mr. Peter Bogh Jensen, Head of Cooperation, Royal Danish Embassy, Dhaka সংশোধিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

সুইডেনঃ

সুইডেন সরকার মৌলিক শিক্ষা ,প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ,মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক সুশাসন এবং নগর ভিত্তিক পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে সহায়তা প্রদান করে আসছে। তাছাড়া এনডিএফ বিদ্যুৎ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন খাতে সহায়তা প্রদান করতে আগ্রহী। সুইডেন ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগনের অর্থনৈতিক,সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সহায়তা দিয়ে আসছে। সুইডেন সরকারের বাংলাদেশ উন্নয়ন স্টাটেজির ২০১৪ এবং ২০২০ -র আলোকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মৌলিক শিক্ষা, মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক, সুশাসন, জেন্ডার সমতা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্তর্ভূক্তিমুলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে তাদের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

এবিবি হেড কোয়ার্টার থেকে আগত প্রতিনিধবৃন্দ ইআরডি'র অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগ প্রধান (সমন্বয় ও নরডিক) মিজ সুলতানা আফরোজ এর সাথে পাওয়ার সেক্টরে বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এসময় বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত Joan Frisell উপস্থিত ছিলেন।

নরওয়েঃ

১৯৭৪ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার নরওয়ের উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে ৭ বিলিয়ন নরওয়েজিয়ান ক্রোনার সহায়তা পেয়েছে যা নরওয়ের ৪র্থ সর্বোচ্চ সহায়তা হিসেবে বিবেচিত হয়ে। নরওয়ের সহায়তাসমূহের মধ্যে Green Climate Fund (GCF), Global Helth Fund (GFATM), Global Alliance Vaccine and Imunization (GAVI), দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমাতায়ন, উচ্চ শিক্ষা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। নরওয়ে সরকার বিনিয়োগ ও বাণিজ্য, বিদ্যুৎ ও শক্তি, পরিবেশ, মানবাধিকার ও সুশাসন, শিক্ষা, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

২.৮.২ শুদ্ধাচার:

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠ ও সততা তথা চরিত্রনিষ্ঠা। ‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়’ নামক দলিলটিতে শুদ্ধাচারের এই অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো চারিত্রিক সরলতা ও সাধুতা বা শুদ্ধতা অর্জন এবং দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় কৌশল দলিল; যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইনকানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠ প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। রাষ্ট্র ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং সমাজে কার্যকরভাবে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালন, সফলতার সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সমন্বিত সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অপরিহার্য। এছাড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা ও মানদন্ড অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এ অনুবিভাগ হতে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

২.৮.. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS):

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন, শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রস্তুত, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ, নৈতিকতা কমিটি গঠন ও কমিটির সভা আয়োজন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়সহ নিয়মিতভাবে শুদ্ধাচার কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দ্বিতীয়বারের মত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। সততা, কর্মনিষ্ঠা, দক্ষতা, সময়মত অফিসে উপস্থিত ইত্যাদির ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ করে ২০১৬-১৭ সময়ের জন্য একজন কর্মকর্তা ও একজন কর্মচারিকে পুরস্কৃত করা হয় এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা কর্মচারির অংশগ্রহণে নিয়মিত শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এবং এ ধরনের সচেতনতামূলক সভা/কর্মশালার সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়েও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।